তারিখ 09 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

দৈনিক ইত্তেফাক

দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করার শপথ নিন

প্রধানমন্ত্রী

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল (শুক্রবার) দলমত নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি সক্রিয়ভাবে সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করিয়া সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার আহ্বান জানাইয়াছেন। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আবেদন জানাইয়া তিনি বলেন, 'আসুন আমরা সমস্বরে ঘোষণা করি যে, আমরা ২০০০ সালের মধ্যে আমাদের দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করিব।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার সরকার উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করিতে এবং জনগণকে তাহাদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। বেগম জিয়া কষ্টার্জিত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করার জন্য শিক্ষার অতীব প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ

(১১শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরও ভাষণ দেন : বিশেষ অতিথি জাতীয় সংসদের উপনেতা প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা আজিজুল হক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ।

প্রধানমন্ত্রী অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মৌলিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কারের মধ্যে আছে একটি পদক নগদ অর্থ ও সার্টিফিকেট। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার সরকার প্রতিবছর শিক্ষাখাতে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখিতেছেন। তিনি বলেন, সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীও চালু করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, লালমনিরহাট জেলার নাগরিকবৃন্দ সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় বর্তমানে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত হইয়াছে। ভোলা জেলায় সার্বিক শিক্ষা আন্দোলন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইয়াছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, দেশের প্রতিটি জেলা ও থানায় এই আন্দোলন সম্প্রসারিত করা হইবে। বেগম জিয়া বলেন, আগামী জানুয়ারী হইতে সারাদেশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হইবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাথমিক স্কুলসমূহে ভর্তির হার ৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেগম জিয়া বলেন, এসব পদক্ষেপ গত ৪ বছরে সাক্ষরতার হারকে ৩৭ শতাংশে উন্নীত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

পৌর এলাকার বাহিরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচী আগামী বছর হইতে পৌর এলাকার মধ্যেও চালু করা হইবে। তিনি বলেন, সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করিতে শিক্ষার খাতে অবকাঠামো শক্তিশালী করা হইবে। বদরুদ্দোজা চৌধুরী তাঁহার ভাষণে জনগণকে জীবন ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আজিজুল হক বলেন, গত কয়েক বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হইয়াছে।